ভালোবাসার একটি প্রতিকৃতি

পার্ট ৭, ১৫ আগস্ট, ২০২৬–এর জন্য

«আর এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেম এই তিনটি আছে, আর ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।»
(১ করিন্থীয় ১৩:১৩)

১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায় 'প্রেমের অধ্যায়' হিসেবে পরিচিত। এখানে কোনো রোমান্টিক ভালোবাসার সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, বরং এক গভীরতম ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে: যা হলো ঐশ্বরিক প্রেম।

পৌল চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কীভাবে আমাদের হৃদয়ে বর্ষিত ঈশ্বরের প্রেমকে (রোমীয় ৫:৫) আমাদের জীবনে প্রকাশ করতে হবে।

প্রেমই হলো সেই চালিকাশক্তি যা আমাদের সমস্ত কাজকে পরিচালিত করে; এটিই সেই কারণ যার মাধ্যমে আমরা এমন কিছু করি যা আমাদের পরিচিত ও সম্পৃক্ত মানুষের কল্যাণে আসে।

ভালোবাসার একটি প্রতিকৃতি

- প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব
  - উৎকৃষ্টতম পথ
- ভালোবাসার বৈশিষ্ট্যসমূহ
  - ভালো বাসা যা করে
  - ভালো বাসা যা করে না
  - যীশুর একটি প্রতিকৃতি
- প্রেমের সহনশীলতা
  - সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ

ভালোবাসার শ্রেষ্ঠত্ব

সর্বউৎকৃষ্ট পথ

"তোমরা শ্রেষ্ঠ দান সকল প্রাপ্ত হইতে যত্নবান হও। পরন্তু আমি তোমাদিগকে আরও উৎকৃষ্ট এক পথ দেখাইতেছি।" (১ করিন্থীয় ১২:৩১)

১ম করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে পৌল কী ধরনের প্রেমের কথা তুলে ধরেছেন এবং কেন এটি যেকোনো আত্মিক বর বা বরদানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ? (১ করিন্থীয় ১২:৩১ – ১৩:৩)

গ্রীক ভাষায় প্রেমকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য কয়েকটি শব্দ রয়েছে। পৌল 'আগাপে' (স্বার্থহীন, শর্তহীন এবং চিন্তাশীল প্রেম, যা কেবল প্রিয়জনের মঙ্গল চায়) শব্দটি বেছে নিয়েছেন, যা যোহনও ব্যবহার করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন "ঈশ্বর প্রেম" (১ যোহন ৪:৮)।

এই ধরনের প্রেমে উৎসাহিত বা চালিত হয়ে প্রয়োগ না করা হলে কোনো আত্মিক বরদানই ফলপ্রসূ হয় না। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের প্রতিটি কাজ এবং চিন্তা 'আগাপে' প্রেমে পরিপূর্ণ থাকা উচিত।

যীশু আমাদের সতর্ক করেছিলেন যে, অধর্ম বা পাপ বৃদ্ধির কারণে এই প্রেম ঠান্ডা হয়ে যাবে (মথি ২৪:১২)। কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনে, পরিবারে বা মণ্ডলীতে এমনটা ঘটতে দেওয়া উচিত নয়।

ভালোবাসার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভালোবাসা যা করে

"প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না,প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে না, ..., সকলই ধৈর্যপূর্বক সহ্য করে।" (১ করিন্থীয় ১৩:৪-৭)

প্রেম চিরসহিষ্ণু	দীর্ঘসহিষ্ণু হওয়া / সহনশীল হওয়া / ধৈর্য ধারণ করা	ধৈর্য প্রকাশ করো এবং অন্যদের ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখো / সহ্য করো
প্রেম দয়ালু	সদয় বা দয়ালু আচরণ করা	সে দয়ালু ও সমবেদনাশীল / তিনি করুণাময় ও সহানুভূতিশীল
সত্যে আনন্দিত হয়	সহ-আনন্দিত হওয়া / আনন্দ ভাগ করে নেওয়া / অভিনন্দন জানানো	যারা সত্যকে সমর্থন করে তাদের সাথে আনন্দ প্রকাশ করে / আনন্দিত হয়
সবকিছু সহ্য করে।	নীরবে সহ্য করা	অন্যের ভুল-ত্রুটি গোপন রাখো এবং শান্ত থাকো, তা প্রচার করো না
সবকিছু বিশ্বাস করে।	বিশ্বাস করা	দোষী সাব্যস্ত করে না, বরং সংশয়ের সুবিধা দেয়
সবকিছু ধৈর্য ধরে প্রত্যাশা করে	আশা করা	সবসময় ভালো কিছু হওয়ার আশা করে
সবকিছু সহ্য করে	ধৈর্য ধরে টিকে থাকা, অধ্যবসায় করা	কষ্ট, পরীক্ষা এবং নিপীড়ন সহ্য করে টিকে থাকে

ভালোবাসা যা করে না

"প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না,প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে না, ..., সকলই ধৈর্যপূর্বক সহ্য করে।"
(১ করিন্থীয় ১৩:৪-৭)

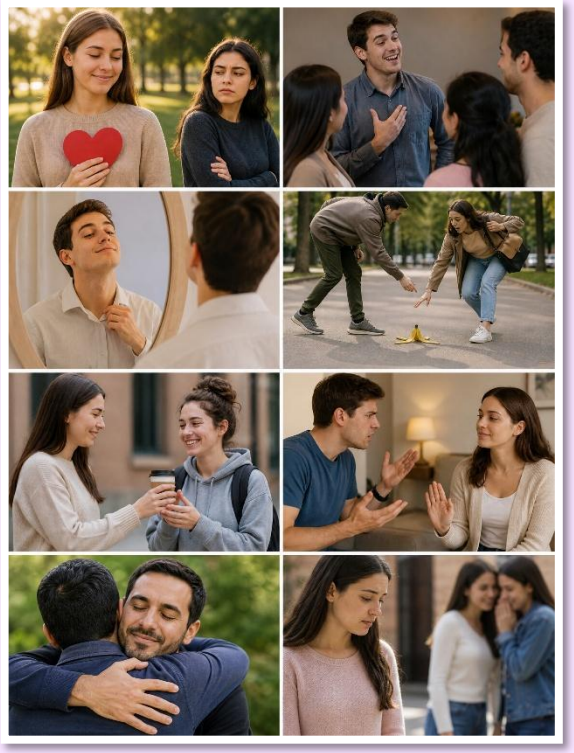

ঈর্ষা করে না	তীব্র অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষা রাখা	অন্যদের বর বা গুণাবলী দেখে ঈর্ষা করে না
আত্মশ্লাঘা করে না	বড়াই করা, নিজের প্রশংসা করা	অন্যদের দ্বারা প্রশংসিত হতে চায় না
অহংকারে ফুলে ওঠে না	গর্বে স্ফীত হওয়া, অহংকারে ফুলে ওঠা	নিজের সম্পর্কে কোনো অতিরঞ্জিত ধারণা রাখে না
কোনো অনুচিত কাজ করে না	অশালীন বা অনুচিত আচরণ করা	সামাজিক ও নৈতিক নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ করে না
নিজের স্বার্থ খোঁজে না	খোঁজা বা চেষ্টা করা	অন্যের কল্যাণের জন্য নিজের অধিকার ত্যাগ করে
রাগ করে না	উত্তেজিত করা, রাগানো বা উসকানি দেওয়া	সহজে রাগে না বা অতিরিক্ত সংবেদনশীল নয়
ক্ষোভ পুষে রাখে না	হিসাব রাখা বা খাতায় তুলে রাখা	ক্ষমা করে এবং প্রাপ্ত আঘাত বা অপরাধের হিসাব রাখে না
অন্যায়ে আনন্দ করে না	আনন্দিত হওয়া, খুশি হওয়া বা ভালো থাকা	অন্যের ভুলে আনন্দিত হয় না, বরং তা সংশোধন করার চেষ্টা করে

যীশুর প্রতিকৃতি

"আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি।" (যোহন ১৫:১২)

তিনি কড়া চাবুকের প্রহার, অপমান ও অবহেলা সহ্য করেছিলেন (মথি ২৭:২৭-৩১)

ধৈর্যশীল

তিনি কষ্ট পাওয়া প্রতিটি মানুষের প্রতি যত্নশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন

দয়ালু

তিনি স্পষ্টতা ও দৃঢ়তার সাথে সত্য শিক্ষা দিতেন

সত্যে আনন্দ করে

তিনি সেই পাপী নারীকে বিচার করেননি, বরং তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন (যোহন

সবকিছু সহ্য করে

তিনি সক্কেয়ের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করেছিলেন (লূক ১৯:৮-৯)

সবকিছু বিশ্বাস করে

তিনি ১২ জন মানুষকে একটি "অসম্ভব" মিশনের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন

সবকিছুর আশা রাখে

তিনি ক্ষুধা, প্রত্যাখ্যান, বেদনা এবং তাড়না সহ্য করেছিলেন

সবকিছু সহ্য করে

যীশুর প্রতিকৃতি

"আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি।" (যোহন ১৫:১২)

তিনি সম্মান বা সম্মানজনক পদ খোঁজেননি, বরং নম্র ও বিনয়ী মানুষদের সাথে মেলামেশা

ঈর্ষা করে না

যদিও তিনি মহাবিশ্বের রাজা ছিলেন, তবুও তিনি তা নিয়ে অহংকার করেননি

বড়াই করে না

তিনি অত্যন্ত নম্র ও তুচ্ছ কাজগুলো করতেও প্রস্তুত ছিলেন

অহংকারে ফুলে ওঠে না

তিনি সবার সাথে সৌজন্য ও ভদ্রতার সাথে আচরণ করতেন

অনুপযুক্ত আচরণ করে না

তিনি সর্বদা তাঁর পিতার ইচ্ছা পূরণ করেছেন (যোহন ৬:৩৮)

নিজের স্বার্থ খোঁজে না

এমনকি যখন তাঁকে প্রহার করা হয়েছিল, তখনও তিনি সৌজন্য ও নম্রতার সাথে উত্তর

রাগ করে না

যাঁরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করছিল, তিনি তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (লূক ২৩:৩৪)

অপকারের হিসাব রাখে না

তিনি অধার্মিক ফরীশীদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন (মথি ২৩:২৭-২৮)

অধার্মিকতায় আনন্দ করে না

প্রেমের অধ্যবসায়

সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ

"আর এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেম এই তিনটি আছে, আর ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।"
(১ করিন্থীয় ১৩:১৩)

করিন্থীয়রা তাদের আচরণের মাধ্যমে দেখাচ্ছিল যে প্রেম কী করে না: তারা ছিল ঈর্ষান্বিত, আত্মশ্লাঘাকারী, অহংকারী, অনুপযুক্ত আচরণকারী, স্বার্থপর, সহজে ক্রুদ্ধ হওয়া ব্যক্তি, বিদ্বেষপোষণকারী এবং তারা পাপকে সহ্য করত।

তাদের মতো আমাদেরও এই ভুল বা ত্রুটিগুলো ত্যাগ করা উচিত এবং প্রেমের গুণে সমৃদ্ধ হওয়া উচিত, যেমনটি পৌল আমাদের শিক্ষা দেন, যাতে আমরা আত্মিক বরগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। তাছাড়াও, তিনি আমাদের অন্য দুটি গুণে স্থির থাকার আহ্বান জানান: বিশ্বাস এবং আশা।

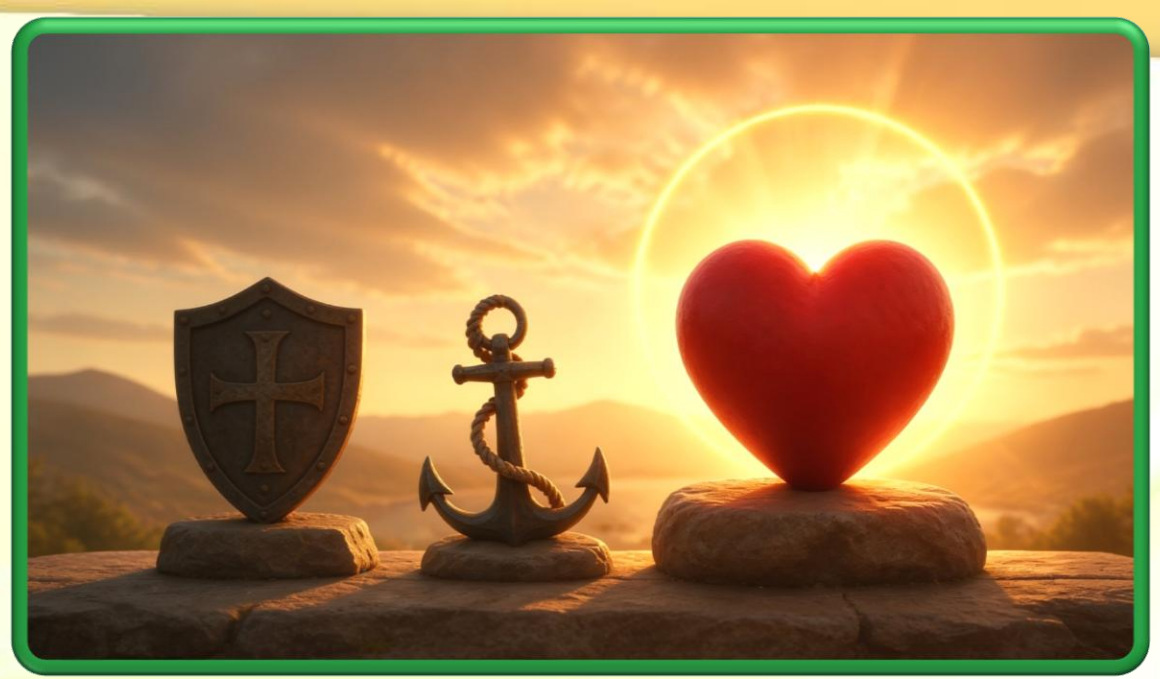

যীশু যখন আসবেন, তখন পাপের অস্তিত্ব আর থাকবে না এবং আমরা তাঁর সাথে অনন্ত জীবন উপভোগ করব। তখন ভাববাণী, ভাষা ও অন্যান্য বর, এমনকি বিশ্বাস ও আশারও আর প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু প্রেম অনন্তকাল স্থায়ী হবে (১ করিন্থীয় ১৩:৮)।

“ঈশ্বর প্রেম। পিতা ও পুত্রের প্রেম হলো প্রতিটি বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরের বাক্য হলো সেই মাধ্যম, যার মাধ্যমে ঐশ্বরিক প্রেম মানুষের কাছে পৌঁছায়। ঈশ্বরের সত্য হলো সেই মাধ্যম, যার দ্বারা মানব বুদ্ধিকে স্পর্শ করা হয়। যে মানব মাধ্যম ঐশ্বরিক মাধ্যমের সাথে সহযোগিতায় কাজ করে, তাকে পবিত্র আত্মা দান করা হয়। তিনি মন ও চরিত্রকে রূপান্তরিত করেন, যা মানুষকে অদৃশ্য ঈশ্বরকে দর্শন করার ক্ষমতা দেয়। কেবল সত্যকে গ্রহণ করা এবং পবিত্র আত্মাকে লাভ করার মাধ্যমেই নিখুঁত প্রেম উপভোগ করা সম্ভব।”

E. G. W. (Dios nos cuida, 9 de octubre)